[illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]-[illegible]/[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]/[illegible]/[illegible] [illegible]- FSIB MSO D-[illegible], [illegible]- 021912200007019[illegible]

ঝিনাইদহে প্রতারণার টাকাসহ হারানো ৫৭ মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের আইসিটি অ্যান্ড মিডিয়া (সাইবার সেল) শাখা তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় হারানো ৫৭টি মোবাইল ফোন এবং বিকাশ প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ৬৩ হাজার ৫৪২ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেছে।

শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভুক্তভোগীদের হাতে এসব মোবাইল ও অর্থ তুলে দেন পুলিশ সুপার মো. মাহফুজ আফজাল।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত মার্চ মাসে জেলার বিভিন্ন থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) এবং সাইবার সেলে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেল। তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হারানো ও চুরি হওয়া ৫৭টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। একইসাথে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হওয়া গ্রাহকদের ৬৩,৫৪২ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাহ হোসেনসহ জেলা পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল বলেন, এ ধরনের উদ্ধার কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং আমরা সব সময় জনগণের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দর্শনায় পুলিশের এসআই পরিচয়ে প্রতারণা, অটোচালকের গাড়ি উধাও

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় দিনের বেলায় পুলিশের এসআই পরিচয়ে প্রতারণা করে একটি অটোগাড়ি নিয়ে উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

প্রতারণার শিকার ব্যক্তি জীবননগর উপজেলার সুটিয়া গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে আব্বাস উদ্দিন (৩৮)। খবর পেয়ে ঘটনার পর দর্শনা থানার এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অটোচালক আব্বাস উদ্দিন জানান, শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে তিনি জীবননগর পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ইজিবাইক নিয়ে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাত এক ব্যক্তি নিজেকে জীবননগর থানা পুলিশের এসআই পরিচয় দেন। তিনি জানান, তার পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে দর্শনায় নিতে হবে এবং ৪০০ টাকায় অটোটি রিজার্ভ ভাড়া করেন।

দুপুর ১২টার দিকে তারা দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের নুর ইসলামের বাড়ির সামনে পৌঁছান। সেখানে আগে থেকেই আরেকজন ব্যক্তি পুলিশের ড্রাইভার পরিচয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এসে বলেন, “স্যার, আপনার গাড়ির এক্সিডেন্ট হয়েছে, একজন গুরুতর আহত।”

এ কথা শুনে কথিত এসআই দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলে শ্যামপুর বিজিবি মোড় পার হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইলে জোরে কথা বলেন এবং জানান, আহত ব্যক্তি মারা গেছেন। এরপর তিনি আব্বাস উদ্দিনকে বলেন, “আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে আমার ড্রাইভারকে নিয়ে আসেন।”

আব্বাস উদ্দিন অটো নিয়ে যেতে চাইলে তাকে বলা হয়, “গাড়ি এখানে থাক, আপনি ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে আসেন।” পরে তিনি নুর ইসলামের বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পেয়ে ফিরে এসে দেখেন, তার অটোগাড়িটি নেই।

ঘটনার পর তিনি দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। খবর পেয়ে এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, “ঘটনার সিসিটিভি

ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। দ্রুতই আসামিদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।”

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, “শ্যামপুর এলাকা থেকে প্রতারণার মাধ্যমে একটি অটো নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রতারকদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

প্রতারণার ফাঁদে ইঞ্জিনচালিত ভ্যান হারালো কিশোর মুন্না

প্রতারণার ফাঁদে পড়ে জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ইঞ্জিনচালিত ভ্যান হারিয়েছেন কিশোর মুন্না বিশ্বাস। পিতা-মাতা কোনো খোঁজ না নেওয়ায় তিনি নানার বাড়িতে থেকেই ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ভুক্তভোগী মুন্না বিশ্বাস ঝিনাইদহের জীবননগর উপজেলার নারানপুর গ্রামের দুখু বিশ্বাসের ছেলে। প্রতিদিনের মতো গতকাল বুধবার সকালে ভ্যান নিয়ে ভাড়া মারতে বের হয়ে এ প্রতারণার শিকার হন। এ ঘটনায় তিনি কোটচাঁদপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মুন্না বিশ্বাস জানান, বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে জীবননগর ভ্যান স্ট্যান্ডে আসেন। সেখানে দুইজন যাত্রী হাসাদাহ যাওয়ার কথা বলে ভ্যান ভাড়া করেন। যাত্রীরা ভ্যানে বসে চালাতে বলেন। কিছু সময় পর তারা হাসাদাহ পৌঁছান। এরপর যাত্রীরা তাকে কোটচাঁদপুর শহরে যাওয়ার কথা বলেন।

কোটচাঁদপুরে পৌঁছে যাত্রীদের একজন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে ভ্যান রেখে মুন্নাকে বাজারের ভেতরে নিয়ে যান পাটের বস্তা কেনার কথা বলে। কিছুক্ষণ পর ওই যাত্রী মুন্নাকে নিয়ে আবার ভ্যানের কাছে ফিরলেও সেখানে ভ্যান ও অপর যাত্রীকে আর দেখতে পাননি। কিছু সময়ের মধ্যেই ওই যাত্রীটিও কৌশলে সেখান থেকে সরে পড়ে।

ভ্যান হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মুন্না। পরে তিনি তার নানাকে ফোন করলে নানা ঘটনাস্থলে এসে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

মুন্নার নানা মান্নান পাটুয়ারী বলেন, মুন্নার পিতা-মাতা জীবিত থাকলেও কেউ তার খোঁজ নেয় না। সে কারণে ছোটবেলা থেকেই সে আমার বাড়িতেই থাকে। তার আয়ের জন্য কিস্তির টাকা তুলে আমি ভ্যানটি কিনে দিয়েছিলাম। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পর ফোন করে মুন্না পুরো ঘটনা জানায়।

তিনি আরও বলেন, ভ্যানটিই ছিল মুন্নার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন, তাও কিস্তির টাকায় কেনা। প্রতারক চক্র ভ্যানটি নিয়ে যাওয়ায় আমরা এখন চরম বিপাকে পড়েছি।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ওসি (তদন্ত) খন্দকার এনায়েত আলী বলেন, ভ্যান চুরির ঘটনায় মুন্না নামের এক কিশোর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ভ্যানটি উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মুজিবনগরে কৃষকদের প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় কৃষকদের লক্ষ্য করে প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কিছু অসাধু ব্যক্তি কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমনকি বিকাশ নম্বর পর্যন্ত দাবি করছে— এমন তথ্য জানিয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল মোমিন স্বাক্ষরিত এক জরুরি

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি প্রণোদনা পাওয়ার জন্য কোনো কৃষকের কাছ থেকে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর অথবা বিকাশ নম্বর নেওয়ার সুযোগ নেই। কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কখনোই এ ধরনের তথ্য চাইবেন না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি প্রতারক চক্র বিভিন্ন কৌশলে কৃষকদের ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এমন কোনো দাবি এলে কৃষকদের তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলার কৃষি অফিস অথবা সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, সরকারি প্রণোদনার সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। তাই কোনো অবস্থাতেই কারও কাছে ব্যক্তিগত তথ্য বা টাকা প্রদান না করতে কৃষকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতারণা রোধে এলাকায় সচেতনতা বাড়াতে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকের সহযোগিতা, কৃষিভিত্তিক এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, জমি বন্ধক নিয়ে টাকা না দেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের নার্সারি নিজের দেখিয়ে ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার হাতিয়ে নেয় প্রতারক ইদ্রিস আলী। সে সময় স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও কৃষি সংগঠনগুলো তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে। সেটাকেই পুঁজি করে শুরু হয় তার প্রতারণা।

কিছুদিন পর তিনি ‘কৃষক কল্যাণ সংস্থা’ নামে কৃষিভিত্তিক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে ওই এলাকার ১০ থেকে ১৫ জন যুবক-যুবতীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে জমি লিজ নিয়ে সেই জমি বন্ধক রাখার অভিযোগও রয়েছে।

ভুক্তভোগী আসাদুজ্জামান খান লাবু বলেন, আমার কাছ থেকে ১৫ বছর আগে ৭ বিঘা জমি লিজ নিয়েছিল ইদ্রিস আলী। শুরুর দিকে লিজের টাকা দিলেও পরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আমার জমি অন্য কৃষকের কাছে বন্ধক রেখেছে। এখন আমি জমিও পাচ্ছি না, আবার টাকাও পাচ্ছি না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লক্ষীপুর জমাদ্দার পাড়ায় জৈব সার কারখানা তৈরি করেছেন ইদ্রিস আলী। সেই কারখানায় মোট ৪ জন শেয়ার রয়েছে। ৩ জনের কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা নিয়ে শুরু করলেও এখন সকল মুনাফা একাই ভোগ করছেন। মূলধনের টাকা ফেরত চাইলে উল্টো থানায় অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন।

দ্রুত এই প্রতারকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ইদ্রিস আলীকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মায়ের সাথে প্রতারণা শিক্ষক

সন্তানের, সহযোগী চাচা শ্বশুর ও শ্যালক

মেহেরপুরে অশতিপর মায়ের সাথে প্রতারণা করে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন শিক্ষক সন্তান। অভিযুক্ত আলমগীর হোসেন বাবু মেহেরপুর সদর উপজেলার হাতিভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং কোলা গ্রামের মৃত বেলায়েত হোসেনের ছেলে। তার এ প্রতারণায় সহযোগীতা করেছেন তার চাচা শ্বশুর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম ও স্ত্রীর ভাই পুলিশ কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম রিপন। রিপন বর্তমানে কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশে এস আই হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এ ঘটনায় বৃদ্ধা মায়ের অনুমতিতে মেহেরপুরের আমলী আদালতে মামলা করেছেন বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম। যার মামলা নম্বর ৪১৫/২০২৫ ।

মামলাটি মেহেরপুর সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেন আদালত। মামলাটি তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদনের আসামি আলমগীর হোসেন ও তার চাচা শ্বশুর ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলামকে অভিযুক্ত আদালতে প্রতিবেদনও জমা দিয়েছেন সিআইডির তদন্তকারী কর্মকর্তা। প্রতিবেদন পেয়ে আদালত আসামি আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ দেন। দীর্ঘদিন তিনি পলাতক থেকে সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন।

মামলার এজাহারে বাদী জাহাঙ্গীর আলমের অভিযোগ, আমার মা একজন অতিবৃদ্ধ এবং তিনি স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পূর্ণ মানুষ। চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি আমার মা একটু অসুস্থবোধ করিলে আমার ছোট ভাই আসামী মুহাঃ আলমগীর হোসেন আমার মাকে মেহেরপুর শহরে ডাক্তার দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে মেহেরপুর রেজিষ্টারী অফিসে নিয়ে যায় এবং পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে লিখে রাখা দলিলে আমার মা স্বাক্ষর করিতে জানা স্বত্তেও জোরপূর্বক টিপসহি নেয়।

মা প্রতিবাদ করিলে সে মায়ের কোন কথা শোনেনা। মা বাড়ি ফিরে আমাকে, আমার বোন ও পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি জানালে আমি মেহেরপুর সাব রেজিষ্টারী অফিস হইতে ৭৬৩/২০২৫ নং দলিলের সার্টিফায়েড কপি সংগ্রহ কর জানতে পারি আমার ছোট ভাই আসামী মুহাঃ আলমগীর হোসেন আমার মায়ের নামীয় বামনপাড়া মৌজার আর এস ১৬০৭ ও আর এস ১০২৯৫ খতিয়ানের ৩৮ শতক জমি নাবালক পুত্র মুহাঃ আশিক আলমগীর ও মুহাঃ আবরার আলমগীরের নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে।

যে জমির মূল্য বর্তমান বাজারমূল্য এক কোটি হবে। বিষয়টি জানার পর আমি ও আমার বোনরা মায়ের জমি ফেরত অথবা জমির মূল্য বাবদ এক কোটি পরিশোধ করার জন্য আসামিকে অনুরোধ করি। কিন্তু সে জমি ফেরৎ কিংবা টাকা পরিশোধ না করে আমাদের বিভিন্ন ভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শণ ও খুন জখমের হুমকি পদান করে।

বাদীর মা বৃদ্ধা জাহানারা বলেন, আমাকে ডাক্তার দেখানোর নাম করে শহরে নিয়ে জোর করে টিপসহি দিয়ে ৩৮ শতক জমি রেজিষ্টি করে নিয়েছে ছোট ছেলে আলমগীর হোসেন বাবু। তার সাথে ছিল ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম। আমার খাসির মাথা (দামি জমি) জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে। আমি বাড়ি এসে বড় ছেলে ও মেয়েদেরকে বললে ছোট ছেলে ও ছেলের বউ খারাপ আচরণ করে।

বৃদ্ধা আরও জানান, আমি বাবা সই (স্বাক্ষর) করতে পারি। কিন্তু আমাকে সই করতে না দিয়ে হাতটা মুচরিয়ে ধরে টিপসহি করে নিয়েছে।

বাদী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, মা বৃদ্ধা হওয়াতে আমাকে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন। যে দিন মামলা করেছি শুনেছে সেদিনই আমার মা ও ছোট বোন শেফালিকে ছোট ভাই আলমগীর ও তার বউ বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তারপর থেকে মা ও আমার ছোট আমার বাড়িতে আছে।

জাহাঙ্গীর আলম আরও বলেন, বাবা -মায়ের সম্পত্তি তার সকল সন্তানই পাবেন। আমরা বারবার তাদের সাথে মিমাংসা করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছি যে যতটুকু সম্পত্তি পাবে সে হিসেবে বন্টন করার জন্য অথচ সে মিমাংসাতে রাজি হয় না। আমরা এখনো চাই বাবা মায়ের সম্পত্তি নিয়ে আইন আদালতের ঝামেলা যাতে না হয়। এলাকার মেম্বারকেও বলেছি কিন্তু তারা কারো কথা শোনে না।

অভিযোগের বিষয়ে আলমগীর হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম ও পুলিশ কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম রিপনের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এসময় তারা মিমাংসা করার বিষয়ে রাজি হলেও নানা অজুহাতে দিনপার করতে থাকে।

পরবর্তিতে আসামি আলমগীর হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে ফোন করে জানান, বিষয়টি নিয়ে বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলমের সাথে কথা হয়েছে আমরা মিমাংসা করে নেব।

কিন্তু মামলার বাদি জাহাঙ্গীর আলম জানান, মিমাংসার বিষয়ে

আসামিপক্ষ কোন আগ্রহ দেখায়নি। এদিকে, প্রতারণার এ বিষয়টি নিয়ে তাদের মায়ের সাথে কথা বলার জন্য কোলা গ্রামে গিয়ে যায় মেহেরপুর প্রতিদিনের একটি টিম। তার মা ও বোনরা জানান, আসামি আলমগীর হোসেন তার বাবার নামিয় ৫ বিঘা জমি জাল সাক্ষর করে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সে বিষয়েও তারা আরও একটি পৃথক মামলা করেছেন।

যে মামলায় আলমগীর হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম, পুলিশ কর্মকর্তা রাশিদুল ইসলাম রিপনসহ ৬জনকে আসামি করা হয়েছে। মায়ের সাথে প্রতারণার আগেও তার বাবার সাথে প্রতারণা করেছেন কিনা এ বিষয়ে আগামী পর্বে সেটি তুলে ধরা হবে।

সম্পাদকীয় ।। জাল সনদে বেতন নেওয়া শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে

শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড, একটি জাতির ভিত্তি বলা হয়। শিক্ষকদের নৈতিকতা, সততা ও আদর্শই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনের মূলে থাকে।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচ শিক্ষক দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জাল বিএড সনদ ব্যবহার করে অতিরিক্ত বেতন গ্রহণ করেছেন। এ খবর শুধু দুঃখজনকই নয়, বরং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ও সম্মানকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এবং একই সঙ্গে সরকারি টাকা আত্মসাতের মধ্যে ফৌজদারী অপরাধও বটে। যা চাকরিবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

২০১৯ সালে বিদ্যালয়টি এমপিভুক্ত হওয়ার পর থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে জাল সনদ দেখিয়ে তারা উচ্চতর স্কেলে বেতন গ্রহণ করে আসছেন। অথচ বাস্তবে তারা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর কেন্দ্র থেকে এখনো বিএড অধ্যয়নরত এবং মাত্র প্রথম সেমিস্টার শেষ করেছেন। এই তথ্য নিজেই

প্রমাণ করে তারা সুস্পষ্ট প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারি তহবিল থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

অধিকতর উদ্বেগজনক হলো, বিদ্যালয়ের আরেক সহকারী শিক্ষক আখি তারা খাতুন জাল সনদ দিয়ে চাকরি নেওয়ার অপরাধে জেল খেটে এসেছেন, তবুও হাজিরা ছাড়া তাকে বেতন প্রদান করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে এ ধরনের অনিয়মে সমর্থন দেওয়া কেবল নৈতিক অধঃপতন নয়, বরং প্রশাসনিক ক্ষমতার স্পষ্ট অপব্যবহার।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন শিক্ষকই অনিয়মের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করেন, তখন শিক্ষার্থীদের কাছে সততা ও নৈতিকতার যে শিক্ষাটি দেওয়ার কথা, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এই ধরনের ঘটনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা—সবই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্য অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। তিনি বলেছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অতিরিক্ত বেতন সরকারি কোষাগারে ফেরত আনা হবে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এই অনিয়ম পাঁচ বছর ধরে কীভাবে চললো? পর্যবেক্ষণ, অডিট ও তদারকি ব্যবস্থায় কি কোনো ঘাটতি ছিল? ইতিপূর্বে যারা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমনকি শিক্ষা কর্মকর্তারা কি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেননি এমন প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকসহ ওই পাঁচ শিক্ষকের নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা পালন করেছেন তাদেরও এ জবাদদিহীতার মধ্যে আনতে হবে।

এই ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ ও কঠোর তদন্ত হওয়া জরুরি। কেবল অতিরিক্ত টাকা ফেরত আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; বরং এমন উদাহরণ তৈরি করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষক বা প্রশাসনিক ব্যক্তি জাল সনদ বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার সাহস না পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৈতিকতার চর্চার জায়গা। এখানে ভুয়া সনদ, বেতন জালিয়াতি এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি—সব মিলিয়ে যে অস্থির চিত্র ফুটে উঠেছে, তা এখনই সংশোধন না হলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

প্রতারণার দায়ে ঝিনাইদহে এক প্রধান শিক্ষকের সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড

জাল সনদে চাকরি, প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ ও প্রতারণার দায়ে ঝিনাইদহে এক প্রধান শিক্ষককে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকার অর্থদন্ড করেছে ঝিনাইদহের একটি বিচারিক আদালত।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্টেট আদালতের বিচারক মোঃ মাসুদ আলী এই রায় ঘোষণা করেন।

দন্ডিত ব্যক্তির নাম রণি আক্তার। তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন-সালেহা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং একই উপজেলার দুর্গাপুর নারায়নপুর পুটিয়া গ্রামের নরুল ইসলামের ছেলে। ২০২৪ সালের ১৪ নভেম্বর ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাসরিন আক্তার, রণি আক্তারের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও জাল সনদ দিয়ে চাকরী করার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন।

বিজ্ঞ আদালত সাক্ষ্য প্রমান শেষে অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় এই রায় প্রদান করেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন এ্যাড. এ এস এম রাকিবুল হাসান ও আসামী পক্ষে এ্যাড.তারিকুল ইসলাম মামলাটি পরিচালনা করেন।

মামলা সুত্রে জানা গেছে, আসামী রণি আক্তার গোয়ালপাড়া অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন-সালেহা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাল জালিয়াতী চক্রের সদস্য হওয়ায় তার শিক্ষক নিবন্ধন ও বিএড সনদ পত্র জাল জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজন করে তাহা সঠিক বলে বিদ্যালয়ে চাকরি করে আসছিলেন। চাকরী করার সুবাদে তিনি নিয়োগ বানিজ্যসহ স্কুলের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০২২ সালের জুলাই মাসে বিদ্যালয়টি এমপিও ভুক্ত হয়। এমপিও ভুক্ত হওয়ার পর আসামী রণি আক্তার তার সরকারী

বেতন ভাতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর তার শিক্ষক নিবন্ধন ও বিএড সনদ পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিল করেন। আসামীর দাখিলকৃত শিক্ষক নিবন্ধন ও বিএড সনদসহ অন্যান্য কাগজ পত্র যাছাই বাছাই অন্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃকপক্ষ ভুয়া ও জাল বলে প্রমানিত হয় এবং তার সরকারী বেতন ভাতা বাতিল করে।

আসামী উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়কৃত টাকা ও কাগজপত্র বুঝিয়ে না দিয়ে ২০২৪ সালের ৯ আগষ্ট বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামী রণি আক্তার উপস্থিত ছিলেন এবং তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

আলমডাঙ্গায় ফারায়েজ সম্পত্তি ক্রয়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, প্রতারণার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামে ফারায়েজ সম্পত্তি ক্রয়কে কেন্দ্র করে মারধর ও প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে ভুক্তভোগী মিঠু আলী ও তাঁর চাচাতো ভাই সৌখিন স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। তাঁরা বলেন, বেলগাছি ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দুই ভাই নজরুল ইসলাম ও ওহিদুল ইসলাম এবং তাঁদের চার বোন রাবিয়া খাতুন, বেগম, সোনাভানু ও ফিলাকা খাতুন এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ফারায়েজ সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলছিল।

পরিবারের অভ্যন্তরীণ সমঝোতার অংশ হিসেবে চার বোনের অংশ ১২ লাখ টাকায় দুই ভাইয়ের কাছে বিক্রির সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই অনুযায়ী বোনেরা অগ্রিম অর্থও গ্রহণ করেন। তবে সম্প্রতি বড় বোন রাবিয়া খাতুনের মৃত্যুর পর একই গ্রামের দুলু মিয়া গোপনে ও প্রতারণার মাধ্যমে দুই বোন ও এক ভাগ্নের কাছ থেকে ওই সম্পত্তি ক্রয় করে নিয়েছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, দুলু মিয়া বেলগাছি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ২৫-৭৮৫২, দাগ নং ১৬৭৩৯, ১৬৫২৪ ও ১৬৫২৫ মোট ১৬.৮৪ শতক জমি স্থানীয় বেগম, ওল্টু, মন্টু, বিলকিছ, রেশমা ও ইকবালের কাছ থেকে ক্রয় করেন। তবে ওই জমি বাস্তবে ভুক্তভোগী মিঠু ও সৌখিনের দখলে রয়েছে।

মিঠু আলী জানান, শনিবার সকালে তাঁরা জমি বিক্রির বিষয়ে সত্যতা যাচাই করতে গেলে দুলু মিয়া ও তাঁর লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। কিল-ঘুষি ও লাঠিসোটা দিয়ে মারধর করে আহত করা হয় এবং অশালীন গালাগালসহ হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের বরাতেও জানা যায়, এর আগে দুলু মিয়া বেলগাছি পূর্বপাড়ায় মৃত সৈয়দ মণ্ডলের ছেলে ইদু ও মৃত ওমর আলীর ছেলে ফকির চাঁদের জমি প্রতারণার মাধ্যমে ক্রয় করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভুক্তভোগীরা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছি। দুলু মিয়ার এই গোপন লেনদেন আমাদের ন্যায্য অধিকারে আঘাত করেছে। আমরা প্রতারণা ও অবৈধ ক্রয়ের বিচার দাবি করছি।

এ ঘটনায় স্থানীয়ভাবে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে পুলিশ এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পায়নি বলে জানা গেছে।